বর্ণমালা’র ছড়া-কমল কুজুর

কমল কুজুর | বিভাগ: বর্ণমালার ছড়া | প্রকাশকাল: রবিবার, জুন ১৪, ২০২০ ১:২০ অপরাহ্ণ

স্বর বর্ণ

অ
অংক করা খুব মজা
বুঝতে পারলে দারুণ সোজা।

আ
আম খেতে ভারি মিষ্টি
স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টি।

ই
ইলিশ মোদের জাতীয় মাছ
ফল খাও কেটো না গাছ।

ঈ
ঈদে সবাই আনন্দ করে
খোকাখুকু নতুন জামা পরে।

উ
উড়ে বেড়ায় ময়না টিয়ে
কোকিল যায় গান শুনিয়ে।

ঊ
ঊষার আলো ঐ ছড়ালো
আঁধার দূরে হারিয়ে গেল।

এ
এসেছে এক ভয়ঙ্কর রোগ
সব মানুষ সাবধান হোক।

ঐ
ঐ যে দেখ মামার বাড়ি
পাবে সেথা মিষ্টির হাড়ি।

ও
ওল খাও ভুলে স্বভাব
মিটবে তবে ভিটামিনের অভাব।

ঔ
ঔষধ আনো জলদি করে
সবাই সুস্থ হব ওরে।

....

বর্ণমালা’র ছড়া-কমল কুজুর

ব্যাঞ্জন বর্ণ

ক
করোনা এল এই দেশে
লড়াই করে বাঁচব শেষে।

খ
খাবার বানায় বড় ভাই
তোমার কোনো চিন্তা নাই।

গ
গরীবদের মানুষ বাঁচার জন্য খেটে মরে
তাদের খাটিয়ে ধনীগুলো প্রাসাদ গড়ে।

ঘ
ঘরের কোণে ঘুঘু এসে ডাক দিয়ে যায়
বিড়াল ভায়া হেসে বলে,”আয়রে আয়।”

ঙ
বাঙলা ভাষার রাখতে মান শহীদ হলো কতজন
তাঁদের কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানাই সব জন।

চ
চাষী ক্ষেতে ফসল ফলায় বাঁচায় দেশ
কামার তার হাতুড়ি চালায়, আহা বেশ।

ছ
ছাদের কোণে চড়ুই পাখি বাসা বুনে
বসন্ত কালে কোকিল গায় আনমনে।

জ
জাম খেতে আমরা সবে ভালোবাসি
ফোকলা দাঁতে খুকি হাসে মিষ্টি হাসি।

ঝ
ঝড়ের দিনে আম কুড়াতে দারুণ মজা
পাহারাদার ধরতে পেলে দেবে সাজা।

ট
টগবগিয়ে ঘোড়ায় চড়ে রাজা এলো বনে
ময়ূর হরিণ ময়না টিয়ে পালায় সঙ্গোপনে।

ঠ
ঠগিরা এই বাংলায় করেছে যে অত্যাচার
এতো দ্রুত ভুলে যাবে এমন সাধ্যি কার!

ড
ডাকাত তোমার ডাকাতি কর বন্ধ
ভিক্ষে করে জীবন চালায় সে এক অন্ধ।

ঢ
ঢাকি আজ মনের সুখে বাজায় তার ঢাক
মাছ-মাংস খেও না শুধু, খেও একটু শাক।

ত
তিমি হলো সাগরের প্রাণী ভয় ডর নাই
তন্বী আপুর হচ্ছে বিয়ে, বাজছে দেখ সানাই।

থ
থালা ভরা ভাত মাছ
খোকন সোনা খাবে আজ।

দ
দিনে দিনে খোকা বুঝি হলো অনেক বড়
চাকরি-বাকরি করে এবার সংসারের হাল ধর।

ধ
ধা ধিন ধিন ধা খোকা বাজায় তবলা
খুকি নাচে নূপুর পায়ে না তিন তিন না।

ন
নতুন স্বপ্ন বুকে নিয়ে
দেশের সেবায় যাও এগিয়ে।

প
পড়াশোনা করে খুকি ডাক্তার হবে
গরীব আর দুঃখীদের খুব সেবা করবে।

ফ
ফুল ফুটিয়ে গুনগুনিয়ে বসন্ত আসে
এসময় প্রকৃতিতে রঙের মেলা বসে।

ব
বারবার আসুক ফিরে খোকা বাবুর জন্মদিন
সাপুড়ে দেখায় সাপ খেলা ইচ্ছেমতো বাজিয়ে বীণ।

ভ
ভাষার জন্য জীবন দিয়ে হয়েছে তাঁরা শহীদ
তাঁদের স্মরণে আমরা রচি কত কবিতা গীত।

ম
মা আমার চোখের মণি অমূল্যরতন
তোমার পায়ে বেহেস্ত আমার তুমি সাধনার ধন।

য
যাঁতায় যে ডাল পিষ্ট হয়
স্বাদ তার মিষ্টি হয়।

র
রোজ রাখ এলে রমজান
গরীবকে দিও যোগ্য সম্মান।

ল
লাল নীল ঘুড়ি আকাশে উড়ে
খোকা ছোটে পিছে ধরবে বলে।

শ
শান্তির পথে আমরা সবাই হেঁটে যাই
কেউ নয় পর সবাই ‘ভাই ভাই ।’

ষ
ষাঁড়টি বেশ শক্তিশালী
খেলা দেখে দাও তালি।

স
সাপ গেল ধরতে ব্যাঙ
ব্যাঙ কাঁদে ঘ্যাঙর ঘ্যাং।

হ
হাসলে পরে বার বার
স্বাস্থ্য ভালো র’বে সবার।

ড়
গাড়ি চড় মনের সুখে
মাছ আমি ধরব নিজে।

ঢ়
আষাঢ় মাসে বৃষ্টি নামে
মেঘ গর্জে থেমে থেমে।

য়
ময়না পাখি গয়না পরে
সারাটা বন লাফিয়ে চলে।

ৎ
মৎস্য খুবই উপকারী
সুস্বাদু হয় তরকারি।

ং
মাংস খেতে বেশ মজা
বেশি খেলে হয় সাজা।

ঃ
দুঃখীদের সেবা কর
মানব জনম সার্থক কর।

ঁ
চাঁদ মামা আলো দেয় রাতের বেলা
খোকাখুকু বই পড়ে আর করে খেলা।

.....

কমল কুজুর

সহকারী শিক্ষক

বাংলাহিলি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

হাকিমপুর, দিনাজপুর।